দৈনিক সংবাদ

30

জামাত নেতা এক মাদ্রাসা শিক্ষকের কান্ড

॥ রুকুনউদ্দৌলাহ ॥

যশোর, ২৮শে ডিসেম্বর।- ঝিকরগাছা থানার গাজীর দরগাহ সিনিয়র মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল জামাত নেতা মওলানা হাবিবুর রহমান মাদ্রাসার ৩ বছরের আবর্তক মঞ্জুরির (গ্রান্ট ইন এইড) টাকা আত্মসাৎ করেছেন। বিষয়টি সম্প্রতি মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির অভ্যন্তরীণ অডিটে ধরা পড়েছে। কিন্তু কমিটি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

কান্ড : পৃঃ ৮ কঃ ২

কান্ড ঃ মাদ্রাসা শিক্ষকের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গ্রহণতো দূরের কথা একটি নিন্দা প্রস্তাবও নেয়নি। পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান থানা নির্বাহী অফিসার বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হলেও রহস্যজনক কারণে তিনি নীরব রয়েছেন।

মাদ্রাসার অভ্যন্তরীণ অডিটের সময় ধরা পড়ে যে, ১৯৯২-৯৩ ও '৯৩-৯৪ অর্থ বছরে সরকারি আবর্তক মঞ্জুরি বাবদ দু'বারে সাড়ে ১২ হাজার টাকা বরাদ্দ করে। '৯৪-৯৫ সালে এ খাতে বরাদ্দ হয় ৫ হাজার ৯শ' ৯০ টাকা। এর মধ্যে প্রথম দু'বছরের টাকা প্রিন্সিপাল তুলে মাদ্রাসা ফান্ডে জমা না করে আত্মসাৎ করেছেন। এ সময় তিনি প্রচার করেন যে, এ খাতে কোন টাকা বরাদ্দ হয়নি। উপরন্তু '৯৪-৯৫ সালের টাকা আত্মসাতের উদ্দেশ্যে ফন্দি আটেন। এ জন্য তিনি মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির ১৩ জন সদস্যদের মধ্যে ১১ জনের সই জাল করে টাকা তুলে নেন।

মাদ্রাসায় একজন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি প্রার্থীর কাছ থেকে ৮ হাজার টাকা নিয়েছেন; যা এলাকায় এখন 'ওপেন সিক্রেট'।

প্রিন্সিপাল মওলানা হাবিবুর রহমান জামাতের একজন রুকন (সদস্য)। তিনি গত সংসদ নির্বাচনে জামাতের পক্ষে যশোর-৫ আসন (মনিরামপুর) থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। আসন্ন সংসদ নির্বাচনেও তিনি একজন সম্ভাব্য প্রার্থী।

জামাতের কোন রুকন ঘুষ লেনদেন, অনৈতিক কার্যকলাপ করলে তার রুকুনিয়াত বাতিল করা হয়। একারণে সম্প্রতি ঝিকরগাছা জামাতের রুকন আবদুল আলিমের রুকুনিয়াত বাতিল করা হয়েছে। তিনি ঘুষ দিয়ে একটি হাইস্কুল শিক্ষকপদে চাকরিতে ঢুকেছেন। ইসরাইল হোসেন নামে আর একজনের সদস্যপদ বাতিল করা হয়েছে তার ছেলের শরিয়ত পরিপন্থী বিয়ের অপরাধে। জামাতের সাবেক সাংসদ মোজাম্মেল হকের সদস্যপদ বাতিল হয় তার স্ত্রী একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে সুদ-ভিত্তিক লেনদেন করেন, এ অভিযোগে। কিন্তু প্রিন্সিপাল মওলানা হাবিবুর রহমান বহাল তবিয়তে আছেন। তার বিরুদ্ধে কার্যকর কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

দুর্নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রিন্সিপালের বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি দোষ স্বীকার করে খবরটি না ছাপার অনুরোধ জানান। একই সাথে বলেন, কাজ করলে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে থানা নির্বাহী কর্মকর্তা মুখ খুলতে নারাজ।